প্রথম আলো বাংলাদেশ

ঘড়িয়াল

নারীরা উত্তরে, পুরুষেরা ঢাকায়

আবুল কালাম মুহম্মদ আজাদ, রাজশাহী | আপডেট: ০২:৩৬, এপ্রিল ২০, ২০১৬ | প্রিন্ট সংস্করণ

নারীরা রাজশাহী ও রংপুরে আর পুরুষেরা থাকে ঢাকায়। কারোর সঙ্গে কারোর দেখা হয়নি কোনো দিন। তাদের একত্র করার উদ্যোগও নেওয়া হয়নি।
এরা হলো মিঠাপানির বিরল প্রজাতির কুমির, যার নাম ঘড়িয়াল। পদ্মা ও যমুনায় একসময় দেখা গেলেও এখন প্রায় বিলুপ্তির পথে।

আর্থিক সংকটের কারণে ঘড়িয়ালগুলো বিনিময় করে প্রজননের পরিবেশ সৃষ্টি করা যাচ্ছে না বলে ঢাকা ও রাজশাহী চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে।

রাজশাহী চিড়িয়াখানায় তিনটি ঘড়িয়াল আছে, তিনটিই মাদি। রংপুরে আছে চারটি, সেগুলোও মাদি। শুধু ঢাকা চিড়িয়াখানায় যে চারটি আছে, সেগুলো পুরুষ। বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্কেও একটি পুরুষ ঘড়িয়াল রয়েছে।

ঘড়িয়াল Reptilia শ্রেণির Crocodzlidae গোত্রভুক্ত *Gavialis gangeticus* নামের প্রাচীনকালের এক সরীসৃপ। এটি মেছো কুমির, ঘট কুমির নামেও পরিচিত। প্রধান খাদ্য

মাছ বলেই হয়তো মেছো-কুমির নাম। কারও কারও মতে, মাথা ও মুখ (ওষ্ঠাধর) দেখতে অনেকটা ঘোড়ার মাথা ও মুখের মতো বলে এদের নাম ঘড়িয়াল। আবার অনেকের মতে, ঘোড়া থেকে নয়, ঘড়া থেকেই ঘড়িয়াল হয়েছে। ঘড়িয়ালের মুখ কোমল হাড় দিয়ে তৈরি একটি অষ্টভুজ অংশ থাকে, যা দেখতে ঘড়ার মতো। গঙ্গা নদীতে বহুদৃষ্ট বলে এর বৈজ্ঞানিক নামের সঙ্গে *gangeticus* শব্দটি যুক্ত।

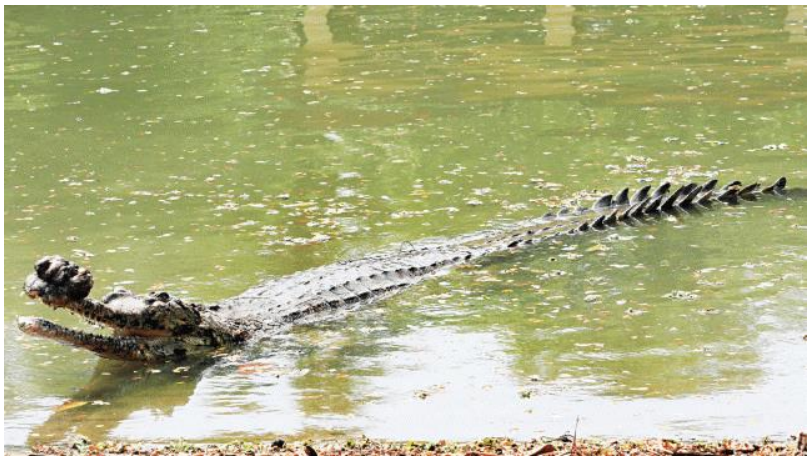

জলচর এ সরীসৃপ লাজুক ও শান্ত প্রকৃতির। ঘড়িয়ালের দৈর্ঘ্য হয় ৪ থেকে ৭ মিটার। গঙ্গা নদী ছাড়াও উপমহাদেশের অন্যান্য বড় নদীতেও এদের দেখা মিলত। বাংলাদেশের পদ্মা, যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র এবং এগুলোর শাখা-প্রশাখায় একসময় প্রচুর দেখা যেত। কিন্তু আবাসস্থল ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় বর্তমানে বাংলাদেশে প্রজননক্ষম কোনো ঘড়িয়াল প্রকৃতিতে নেই বলেই বিশেষজ্ঞদের ধারণা। ঘড়িয়াল মহাবিপন্ন বন্য প্রাণী, যা বন্য প্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন ২০১২ দ্বারা সংরক্ষিত।

রাজশাহী চিড়িয়াখানার কিউরেটর ও ইনচার্জ ফরহাদ উদ্দিন জানান, তাঁদের দুটি ঘড়িয়াল বড়। বয়স ৩৮ থেকে ৪০ বছর হয়ে গেছে। ঘড়িয়ালের গড় আয়ু ৪৫ বছর।

ফরহাদ উদ্দিন বলেন, ঘড়িয়ালগুলো বিনিময় করার আগে তাদের প্রজননের পরিবেশ তৈরি করতে হবে। তারা বালুর ভেতরে ডিম পুঁতে রাখে। কিন্তু তহবিল না থাকায় তাঁরা এটি করতে পারছেন না। রংপুরের কিউরেটর এস এম নাসির উদ্দিন জানান, তাঁদের চারটি ঘড়িয়ালও প্রাপ্তবয়স্ক।

যোগাযোগ করলে ঢাকা চিড়িয়াখানার কিউরেটর নজরুল ইসলাম মুঠোফোনে *প্রথম আলো*কে বলেন, তাঁদের চারটি ঘড়িয়ালই বেশ বড়। বাংলাদেশে বোধ হয় এত বড়

ঘড়িয়াল কোনো চিড়িয়াখানাতে নেই। তিনি আরও বলেন, রাজশাহী ও রংপুরে মাদি ঘড়িয়াল রয়েছে, এটা তাঁদের জানা ছিল না। এগুলো এখন বিনিময় করা যাবে। নজরুল ইসলাম জানান, ২৪ এপ্রিল বন বিভাগেরইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব নেচারের (আইইউসিএন) একটি সভা হবে। সেখানে সব কিউরেটরকে ডাকা হয়েছে। এ ব্যাপারে একটা উদ্যোগ নেওয়ার আলোচনা হতে পারে ওই সভায়।

আইইউসিএন বাংলাদেশে ঘড়িয়ালের আবাসস্থল চিহ্নিত করা ও ব্যবস্থাপনার জন্য একটি সুপারিশ তৈরি করছে। এ বিষয়ে প্রতিষ্ঠানের মুখ্য গবেষক এ বি এম সারোয়ার আলম বলেন, তাঁরা ঢাকা থেকে একটি পুরুষ ঘড়িয়াল রাজশাহী ও আরেকটি রংপুরে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছেন। আর রংপুর ও রাজশাহী থেকে একটি করে মাদি ঘড়িয়াল ঢাকায় আনা হবে। জোড়া বাঁধার জন্য রাজশাহীর একটি মাদি ঘড়িয়াল বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্কে দেওয়ারও পরিকল্পনা চলছে। ২৪ এপ্রিলের সভায় এসব নিয়ে কথা হবে।